দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং নেপ সমীপে

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এ প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে। কিন্তু প্রশিক্ষক স্বল্পতা এবং নানা অনিয়মের কারণে পিটিআইগুলো একদিকে শিক্ষক নির্যাতনের সেল-এ পরিণত হয়েছে, অন্যদিকে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের মান কমতে কমতে তা নামসর্বস্ব প্রশিক্ষণে পরিণত হচ্ছে। সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের অনেকগুলো অকার্যকর দিকের একটি হচ্ছে, কথিত প্র্যাকটিস টিচিং। পিটিআইগুলোতে প্রশিক্ষণরত দু' শিফটের প্রশিক্ষণার্থী (শিক্ষক)গণ প্রশিক্ষণের শেষের তিন মাস সংশ্লিষ্ট শহরের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে ক্লাস নিয়ে থাকেন। পিটিআই-এর ইনস্ট্রাক্টরগণ হয়ত ২/৪ দিন তা দেখেও আসেন, অন্যান্য কাজের চাপে এর চেয়ে বেশিদিন তাদের পক্ষে যাতায়াত সম্ভব নয়।

অবশ্য অকার্যকর এ পদ্ধতি শহরের বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য আশির্বাদস্বরূপ। কারণ হলো এসব বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শিফটের প্রশিক্ষণার্থীরা মোট ৬ মাস ক্লাস নেন। বাকি থাকে ছয় মাস। এর মধ্যে বছরে তিন পরীক্ষায় ৩০ দিন, সাপ্তাহিক ছুটি, বিভিন্ন দিবস ধর্মীয় উৎসব (রমজান, ঈদ, পূজা), গ্রীষ্মকালীন ছুটি ইত্যাদি ছুটি মিলিয়ে আরও প্রায় আড়াই মাস, নিজের নৈমিত্তিক ছুটি অন্তত ১৫ দিন, আর জানুয়ারি মাসের অর্ধেক থেকে ক্লাস শুরু, সব মিলিয়ে আরও চার/সাড়ে চার মাস চলে যায়। ফলে বছরে তাদের বড়জোর এক মাস ক্লাসরুমে ক্লাস নিতে হয়। অথচ এসব স্কুলের মধ্যে অনেক মডেল স্কুলও রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে— বেগার দেয়া শিক্ষকদের দিয়েই যদি স্কুল চলে তাহলে এসব স্কুলের নাম মডেল স্কুল কেন? শহরের এসব স্কুলে গ্রামের অনুপাতে অন্তত দ্বিগুণ-তিনগুণ শিক্ষক নিয়োজিত। সারাদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলো শিক্ষক সংকটে ভুগছে। অথচ শহরের এসব স্কুলের শিক্ষকগণ পিটিআই কর্তৃপক্ষের ভুল সিদ্ধান্তের সুযোগ নিয়ে বসে বসে বেতন তুলছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে— কী করা যায়? প্রথমেই বলা যায়, সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের মেয়াদ এক বছর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কি না? সেটি না হয় বড় কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়। এ মুহূর্তে উচিত হলো স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের প্র্যাকটিস টিচিং বন্ধ করে দেয়া। বরং প্রশিক্ষণার্থীরা পিটিআই-এর ক্লাসরুমে ইনস্ট্রাক্টরগণের সামনে প্র্যাকটিস টিচিং দেবেন। সেখানে প্রশিক্ষণার্থীরাই ছাত্রছাত্রীর ভূমিকা পালন করবেন। এতে প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষাদানের বৈচিত্র্য খুঁজে পাবেন। দেড় শ'/দুই শ' শিক্ষকের শিক্ষাদানের কৌশল পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থী ও ইনস্ট্রাক্টরগণ শিক্ষাদানের ভালো ও ভুল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন। এতে শিক্ষকের ভূমিকায় থাকা প্রশিক্ষণার্থী তার ভুলগুলো তাৎক্ষণিকভাবে শুধরে নিতে পারবেন।

আর একটি বিকল্প হতে পারে— প্রশিক্ষণের শেষের তিন মাস প্রশিক্ষণার্থীদের তাদের মূল কর্মস্থলের বিদ্যালয়গুলোতে প্র্যাকটিস টিচিং করানোর ব্যবস্থা করা।

অবশ্যই এটা সত্যি, এদেশে যা একবার চালু হয়ে যায় তা ভুল হলেও চলতেই থাকে। তারপরও আমাদের কথা— সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ এভাবে যদি চলতেও থাকে তাহলে যেসব বিদ্যালয়ে প্র্যাকটিস টিচিং চলে সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসের পর মাস বসিয়ে বসিয়ে বেতন না দিয়ে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়সমূহে ডেপুটেশন দেয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং নেপ-এর মহাপরিচালকদ্বয় সমীপে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

এস এম. হাসিবুর রহমান,